ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণে সহায়ক সেবা

ইউনিট 10

ভূমিকা

একটি ব্যবসায় উদ্যেগ গ্রহণ করতে হলে অনেক ধরনের সহায়তার প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন রকমের সহায়তা একজন উদ্যোক্তাকে ব্যবাসায় বা শিল্প স্থাপন ও সফলভাবে পরিচালনায় অনুপ্রানিত করে। একজন উদ্যোক্তা ব্যবসায় আরম্ভ করার সময় এবং পরিচালনার যে কোনো পর্যায়ে আর্থিক বা অন্য যেকোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। বিভিন্ন ধরনের সহায়ক প্রতিষ্ঠান তা সমাধান করে। এ ইউনিটে আমরা ব্যবাসায় উদ্যোগ গ্রহনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি, বাণিজ্যিক ব্যাংক, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, জাতীয় শিল্পনীতিতে উল্লেখিত বিভিন্ন ধরনের সহায়ক সেবা সম্পর্কে জানতে পারব।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ১০.১ : ব্যবসায়ে সহায়ক সেবার ধারণা, ধরন ও উৎস
পাঠ- ১০.২ : শিল্পনীতিতে উলে- খিত সহায়তা
পাঠ- ১০.৩ : বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (বিসিক) থেকে প্রাপ্ত সহায়তা
পাঠ- ১০.৪ : বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে প্রাপ্ত সহায়তা
পাঠ- ১০.৫ : বেসরকারি সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সহায়তা

পাঠ-১০.১ ব্যবসায়ে সহায়ক সেবার ধারণা, ধরন ও উৎস

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ব্যবসায়ে সহায়ক সেবার ধারণা ব্যাখ্যা বলতে পারবেন।
- ব্যবসায়ে সহায়ক সেবার ধরন ব্যাখ্যা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যবসায়ে সহায়ক সেবার উৎস চিহ্নিত করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	উদ্দীপনামূলক সেবা, যুব অধিদপ্তর, মহিলা অধিদপ্তর, সমর্থনমূলক সেবা, কর্মসংস্থান ব্যাংক সংরক্ষণমূলক সেবা,

ব্যবসায়ে সহায়ক সেবার ধারণা

করিম ৮ম শ্রেণী পাস করে আর লেখাপড়া করতে পারেনি। কী করবে যখন ভাবছিল তখন তার এক বড় ভাই তাকে জানাল যে, যুবক ও যুব মহিলাদের সরকার নানান বিষয়ে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। সেখানে বিভিন্ন কাজ শিখে নিজের পায়ে দাঁড়ানো যায়। সে হাঁস-মুরগী পালনের ওপর প্রশিক্ষণ নিলো এবং বাড়ির পাশের ছোট জায়গায় খামার গড়ার কথা ভাবলো। কিন্তু টাকার প্রয়োজন। আত্মকর্মসংস্থান ব্যাংক ঋণ দিল। ফার্ম গড়ার পর মুরগীর নিয়মিত টীকা দেয়ার জন্য সে স্থানীয় একটা এনজিওএর সাথে যোগাযোগ করে তারও ব্যবস্থা করলো। এখন জনাব করিমের ফার্ম ভালই চলছে। এক্ষেত্রে যুব অধিদপ্তর, কর্মসংস্থান ব্যাংক ও এনজিও প্রতিষ্ঠান সবাই তার ব্যবসায় সহায়ক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠন। যাদের সহযোগিতা ব্যতিরেকে করিমের পক্ষে এই ফার্ম গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না।

সহায়ক সেবার ধরন

অর্থনীতির চাকা গতিশীল রাখার জন্য যে কোন দেশেরই শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আর এই শিল্প বা ব্যবসায় বাণিজ্য কোন ব্যক্তি এক কখনোই সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে না। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে সহায়তা করে সেই উদ্যোগকে সহায়তা করে থাকে। শিল্প বা ব্যবসায় স্থাপন ও পরিচালনাগত বিভিন্ন সহায়তাকেই সহায়ক সেবা বলা হয়। দেশের শিল্প বাণিজ্যে দৃশ্যমান সেবার প্রকৃতি ও ধরন অনুযায়ী সহায়ক সেবাকে ৩ ভাগে ভাগ করা যেতে পারেঃ-

১। **উদ্দীপনামূলক সেবাঃ** একজন সম্ভাব্য উদ্যোক্তাকে ব্যবসায় গঠনে আগ্রহী করতে ও প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে যে সকল সেবা সুবিধার প্রয়োজন হয় তাকে উদ্দীপনামূলক সেবা বলে। উদ্দীপনামূলক সহায়তা বলতে বুঝায় বিভিন্ন প্রকার অনুপ্রেরণামূলক প্রশিক্ষণ, বিনিয়োগ সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অবহিতকরণ, শিল্প স্থাপনে সরকারি সাহায্য-সহযোগিতা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার, কারিগরি ও অর্থনৈতিক তথ্য সরবরাহ ও পরামর্শ দানকে বোঝায়।

২। **সমর্থনমূলক সেবাঃ** একজন উদ্যোগক্তা ব্যবসায় গঠনে আগ্রহী হওয়ার পর বাস্ড়বে গঠনে যে ধরনের সেবা সহায়তার প্রয়োজন হয় তাকে সমর্থমূলক সহায়তা বলে।সমর্থনমূলক সহায়তার মাধ্যমে উদ্যোক্তা শিল্প স্থাপন, পরিচলনা, সম্পদ ব্যবহার ও বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন। শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধীকরণ, পুঁজির সংস্থান, অবকাঠামোগত সহায়তা, কর অবকাশ, ভর্তুকি প্রদান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য সমর্থনমূলক সহায়তা।

৩। **সংরক্ষণমূলক সেবাঃ** ব্যবসায় পরিচালনায় উদ্যোক্তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ধরে রাখার জন্য যে ধরনের সেবার প্রয়োজন হয় তাকে সংরক্ষণমূলক সেবা। অন্যদিকে সংরক্ষনমূলক সহায়তার মাধ্যমে ব্যবসায়ের কার্যক্রম পরিচালনা ও সম্প্রসারণের পথে প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করা হয়।

সহায়ক সেবার উৎসসমূহ

ব্যবসায় করার সময় বিভিন্ন সহায়ক সেবার প্রয়োজন হয়। নিম্নে এর উৎসসমূহ তুলে ধরা হলঃ

১. বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থাঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (বিসিক) দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সম্প্রসারণে নিয়োজিত সরকারি খাতের প্রধান সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে। এ সংস্থার প্রধান কাজ হলো এ জাতীয় শিল্পখাতের উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগে পরামর্শদান।

২. বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডঃ বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড (বিডিবিএল) সম্পূর্ন রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক এবং বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা একত্রিত হয়ে ৩রা জানুয়ারী ২০১০ সাল হতে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড নামে নতুন করে কার্যক্রম শুরু করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকিং ছাড়াও বিডিবিএল সরকারি ও বেসরকারি শিল্পে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে।

৩. বাণিজ্যিক ব্যাংকঃ দেশের চারটি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক (সোনালী, জনতা, অগ্রণী রূপালী ব্যাংক) এবং বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক সারা দেশে বিরাজমান তাদের শাখাগুলোর মাধ্যমে শিল্প ও ব্যবসায় উদ্যোক্তাদের আর্থিক সেবা প্রদান করে আসছে। ব্যবসায় বা প্রকল্পের ধরন অনুযায়ী ঋণসীমা সর্বনিম্ন ৫০ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ১০ কোটি টাকা। ঋণের মেয়াদ

ব্যবসায় বা প্রকল্পের উপর নির্ভর করে নির্ধারিত হয়। তবে চলতি মূলধনের ক্ষেত্রে ১ বৎসর এবং মেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে ৩-৭ বছর পর্যন্ড় বিবেচিত হয়।

৪. **বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা সংস্থা:** দেশের শিল্পায়ন এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় বিশেষ করে শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংস্থাটি প্রদত্ত সহায়তাগুলো হলো কারিগরি ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ,নতুন ডিজাইন ও যন্ত্রপাতির সাথে পরিচিত করানো ও যন্ত্রপাতি স্থাপনে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে উপদেশ প্রদান। চারটি আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে বিটাক তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কেন্দ্রগুলো ঢাকা, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর ও খুলনায় অবস্থিত।

৫. **বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ:** জাতীয় শিল্পোয়নে স্বয়ংম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশে শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তি বিষয়ক সমস্যাবলির উপর গবেষণা করা, গবেষণায় উৎসাহিত করা ও গবেষণা পরিচালনায় পরামর্শ প্রদান করা এ পরিষদের অন্যতম উদ্দেশ্য।

৬. **যুব অধিদপ্তর:** যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন যুব অধিদপ্তর যুবক ও যুব মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নানা ধরনের কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। প্রশিক্ষণের সাথে সাথে সম্ভাব্য উদ্যোক্তাদের স্বল্প সুদে প্রারম্ভিক পুঁজি সরবরাহের ব্যবস্থাও করে থাকে।

৭. **মহিলা অধিদপ্তর:** শহর ও গ্রামের মহিলাদের সৃজনশীলতার বিকাশ, আত্মকর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে মহিলা অধিদপ্তর নারী উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ, ঋণ প্রদানসহ বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করে থাকে।

৮. **বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা:** উদ্যোক্তা উন্নয়নের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ সংস্থাগুলো মূলত গ্রামীণ বিত্তহীন ও স্বল্পবিত্তদের উদ্যোগী হবার ব্যাপারে সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকে। বাংলাদেশে অসংখ্য এনজিওর মধ্যে ব্যাংক-এর ভূমিকা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সারসংক্ষেপ

- ৩রা জানুয়ারী ২০১০ সাল হতে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড কার্যক্রম শুরু করে।
- ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়।
- বিটাক চারটি আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ধরনের কী প্রয়োজন হয়?

ক) ঝুঁকি খ) শ্রমিক
গ) মূলধন ঘ) সহায়তা

২। কখন একটি ব্যবসায়ের বিভিন্ন সহায়তা প্রয়োজন হয়?

ক) ব্যবসায়ের মাঝামাঝি খ) ব্যবসায়ের শেষে
গ) উদ্যোগ গ্রহণ পর্যায়ে ঘ) লেনদেন করার সময়

৩। উদ্দীপনামূলক সহায়তা হলো-

i) অনুপ্রেরণামূলক প্রশিক্ষণ ii) বিনিয়োগ সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অবহিতকরণ
iii) শিল্প স্থাপনে সরকারি সাহায্য-সহযোগিতা
নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। সমর্থনমূলক সহায়তার মাধ্যমে উদ্যোক্তা কী কী সুবিধা পেয়ে থাকেন?
i) শিল্প স্থাপন ii) পরিচালনা
iii) সম্পদ ব্যবহার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং এবং ৫-৬নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
ব্যবসায় বা শিল্প স্থাপন গঠনমূলক ও সৃজনশীল কাজ। ঝুঁকি বিদ্যমান থাকায় সহজে কেউ এ কাজে এগিয়ে আসতে চায় না। এ জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন ধরনের সহায়তা। সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও ব্যবসায় বা শিল্প স্থাপনে উদ্যোক্তাদের বিভিন্নভাবে সহায়তায় এগিয়ে আসছে। এতে করে দেশে বিভিন্ন শিল্পের আবির্ভাব ঘটছে।

৫। ব্যবসায় কয় ধরনের সহায়তা প্রয়োজন হয়?
ক) ২ ধরনের খ) ৩ ধরনের
গ) ৪ ধরনের ঘ) ৫ ধরনের

৬। ব্যবসায় স্থাপনে যে ধরনের সহায়তা প্রয়োজন হয়-
i) উদ্দীপনামূলক ii) সমর্থনমূলক
iii) সংরক্ষণমূলক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১০.২ জাতীয় শিল্পনীতিতে উলে-খিত সহায়তা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- জাতীয় শিল্পনীতিতে উলে-খিত সহায়তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- উলে-খিত সহায়তার আলোকে উদ্যোগ গ্রহণে কার্যাদি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	কর অবকাশ, প্রণোদনা, বাণিজ্যিক উৎপাদন, মানব পুঁজি

জাতীয় শিল্পনীতিতে উলে-খিত সহায়তা

জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০-এ উলি-খিত বিভিন্ন ধরনের সহায়তা:

ক) উদ্দীপনামূলক

১. নারী ও পুরুষ ব্যবসায়ীরা যাতে সমাজে অর্থনৈতিক পরিবর্তন সংঘটনে সক্রিয় এজেন্ট হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করতে পারে সেজন্য উদ্যোক্তা সংস্কৃতির প্রসারে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ।

২. উৎপাদনশীল ও সেবা খাতের সফল উদ্যোক্তাদেরকে স্বীকৃতি, জাতীয় উদ্যোক্তা দিবস পালন, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক শিক্ষাক্রমের প্রবর্তন।

৩. মানব পুঁজি বিকাশের বেশির ভাগ কার্যক্রম প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে এবং দেশব্যাপী শুরু করা যুব-সম্প্রদায়কে জীবন সংগ্রামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে, দেশের উন্নয়ন ও সফলতা এবং সীমিত ভৌত সম্পদের বিষয়ে সচেতন করার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে জাতি গঠনমূলক ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়ের অন্ড়র্ভূক্তি ও এ ধরনের শিক্ষাকে উৎসাহিতকরণ।

খ) সমর্থনমূলক

১. শিল্পক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে শিল্প পণ্যের অধিকতর উন্নয়নের উদ্দেশ্যে টেকসই ও নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবকদের পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা। কারিগরি প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি উদ্ভাবন, প্রযুক্তি উন্নয়ন, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং লাগসই প্রযুক্তি নির্বাচন ও প্রয়োগের মাধ্যমে স্থানীয় শিল্প কারখানাসমূহকে সহায়তার লক্ষ্যে বিটাকসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালীকরণ।

২. দেশীয় বিনিয়োগকারীদের বিশেষ করে মাইক্রো, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিনিয়োগকারীদের কাছে সহজলভ্য স্থানীয় ও যথোপযুক্ত প্রযুক্তি গড়ে তোলার জন্য সরকার দেশীয় যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক শিল্পকে স্থানীয় কারিগরি ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের সাথে একযোগে কাজ করতে সুযোগ প্রদান।

৩. ৩০/০৬/২০১১ সালের মধ্যে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাবে এরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ কর অবকাশ প্রদান:

ক. তিন পার্বত্য জেলা ব্যতীত ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রথম দুই বছর আয়ের ১০০% ভাগ, পরবর্তী দুই বছর ৫০% ও শেষ (৫ম) বছর ২৫% ভাগ কর অবকাশ।

খ. রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল ও রংপুর বিভাগ এবং তিন পার্বত্য জেলায় স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ৭ (সাত) বছর মেয়াদি কর অবকাশের মধ্যে প্রথম তিন বছর কর অবকাশের হার ১০০%, পরবর্তী ৩ বছর ৫০% ও শেষ বছরে (৭ম বছর) ২৫%।

গ) সংরক্ষনমূলক

১. আইসিটি, লন্ড্রি, পর্যটন ও সেবা, বিউটি পারলার, বিজ্ঞাপনী সংস্থা ইত্যাদি সেবামূলক খাতসহ মৎস্য, কৃষি ও হস্তশিল্প খাত এবং গবাদি পশু প্রতিপালন এবং খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতে নারী শিল্পোদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া।

২. ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পের বিকাশে সহায়তাদান, তাঁতশিল্প রক্ষা, বেনারসি ও জামদানি পল্লীর মত রেশম পল্লী গড়ে তোলাসহ তাঁতি, কামার, কুমার, মৃৎশিল্প, বাঁশ, বেত, তামা, কাঁসা ও পাটি শিল্পে বিশেষ প্রণোদনা দেওয়া।

সারসংক্ষেপ

- জাতীয় শিল্পনীতিতে ৩ ধরনের সহায়তা বিদ্যমান।
- শিক্ষাক্রমে উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম প্রণয়ন উদ্দীপনামূলক সহায়তার অন্তর্গত।
- কর অবকাশ প্রাপ্তি সমর্থনমূলক সহায়তার অন্তর্গত।
- নারী শিল্পোদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার সংরক্ষণমূলক সহায়তার অন্তর্গত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। শিল্প নীতিতে বিভিন্ন সহায়ক দিক উদ্যোক্তাদের কী ধরনের সহায়তা প্রদান করবে?

ক) ঝুঁকিমূলক খ) অনুপ্রেরণামূলক

গ) সিদ্ধান্ত গ্রহণে ঘ) প্রতিকূল সহায়তা

২। জাতীয় শিল্প নীতি কত সালের?

ক) ২০০৮ খ) ২০১২

গ) ২০১৪ ঘ) ২০১০

পাঠ-১০.৩ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (বিসিক) থেকে প্রাপ্ত সহায়তা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বিসিক থেকে প্রাপ্ত সহায়তা চিহ্নিত করতে পারবেন।
- শিল্প স্থাপনে বিসিকের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	ঋণ প্রদান, পরামর্শ প্রদান, প্রকল্প নির্বাচন, অবকাঠামোগত সহায়তা

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প (বিসিক) থেকে প্রাপ্ত সহায়তা

১৯৫৭ সালে পাকিস্ড়ান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন(ইপসিক) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে প্রেসিডেন্টের এক অধ্যাদেশ বলে পূর্ব পাকিস্ড়ান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের সব ধরনের সম্পদ ও দায় নিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা। বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন ও উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে সহায়তাদানকারি একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান হলো বিসিক। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়নে বিসিক বিভিন্নভাবে সহায়তা দান করে। নিম্মে বিসিক থেকে প্রাপ্ত সাহয়তা উল্লেখ করা হলোঃ-

১. ঋণ প্রদানে সহায়তাঃ বিসিক সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনের জন্য নতুন উদ্যোক্তাগণকে ঋণ প্রদানে সহায়তা করে থাকে। বিসিক নিজস্ব তহবিল থেকে উদ্যোক্তাগণকে শিল্প স্থাপনের জন্য এই ঋণ প্রদান করে থাকে।

২. প্রমোশনাল সহায়তাঃ বিসিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নে ও সম্প্রসারণে এই শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে আসছে। এ কর্মসূচিগুলো বিভিন্নভাবে শিল্প বিকাশে সহায়তা করছে। এ প্রমোশনাল সহায়তা মধ্যে রয়েছে- মহিলা কর্মসূচি, মৌমাছি পালন কর্মসূচি, গ্রামীণ অর্থনীতি তেজীকরন কর্মসূচি, দারিদ্য বিমোচন কর্মসূচি ইত্যাদি।

৩. পরামর্শমূলক সহায়তাঃ বিসিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশি- ষ্ট বিভিন্ন পক্ষকে পরামর্শমূলক সহায়তা প্রদান করে। কারিগরি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ব্যবস্থাপকীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু আছে। ঢাকার উত্তরায় বিসিক এর নিজস্ব প্রশিক্ষণ ইউস্টিটিউট রয়েছে।

৪. প্রযুক্তিগত সহায়তাঃ বিসিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নে উদ্যোক্তাগণকে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে থাকে। যেমন- প্রযুক্তি আমদানি বা আহরন, প্রযুক্তি স্থানান্তর, লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি।

৫. দিক নির্দেশনামূলক সহায়তাঃ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে আইনগত বাধ্যবাধকতা পালনে উদ্যোক্তা ও ক্ষুদ্র ব্যবাসয়ীদের বিসিক দিক নির্দেশনামূলক সহায়তা প্রদান করে থাকে।

৬. অবকাঠামোগত সহায়তাঃ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য বিসিক বিভিন্ন অবকাঠামোগত সহায়তা করে থাকেন। যেমন- বিসিক শিল্প নগরীর জন্য স্থান নির্বাচন, সম্ভাব্য উদ্যোক্তগনের মধ্যে প্লট বিতরণ, প্রকল্প নির্বাচন, শিল্প নগরীর উন্নয়ন ইত্যাদি।

৭. ব্যবস্থাপনাগত সহায়তাঃ প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধানের জন্য দক্ষ ব্যবস্থাপনার বিকল্প নেই। বিসিক ব্যবসায় কার্যক্রমে ব্যবস্থাপনাগত সহায়তা প্রদান করে থাকে।

৮. আইনগত সহায়তাঃ ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনের বাধ্যবাধকতা পালন করতে হয়। বিসিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে নানাবিধ আইনগত সেবা প্রদান করে থাকে।

৯. উদ্যোক্তা উন্নয়ন সহায়তাঃ বিসিক উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিভিন্নভাবে সহায়তা করে থাকে। উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য তারা পরামর্শ, প্রশিক্ষণ ও উপদেশ দিয়ে থাকে।

১০. তথ্যগত সহায়তাঃ ব্যবসায় সম্প্রসারণে ও উন্নয়নে তথ্যের ভূমিকা অনেক। বিসিক সঠিক ও নির্ভুল তথ্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করে থাকে।

অতএব, আমরা দেখতে পাই বিসিক একটি রাষ্ট্রীয় সংস্থা হিসেবে এদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ইন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য নানাবিধ সহায়তা করে আসছে।

সারসংক্ষেপ

- ১৯৫৭ সালে পাকিস্ড়ান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন(ইপসিক) প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (বিসিক) প্রতিষ্ঠিত হয়।
- দিক নির্দেশনামূলক সহায়তা, অবকাঠামোগত সহায়তা ইত্যাদি পাওয়া যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প বর্তমানে কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়?
ক) যোগাযোগ খ) শ্রম
গ) শিল্প ঘ) সংস্থাপন

২। দেশের ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সম্প্রসারণে কোন প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত আছে?
ক) বিসিক খ) ইপসিক
গ) ডিসিসিআই ঘ) এফবিসিসিআই

পাঠ-১০.৪ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে প্রাপ্ত সহায়তা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ব্যবসায় পরিচালনায় বাণিজ্যিক ব্যাংকের সহায়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের সহায়তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	অনলাইন ব্যাংকিং, ডেবিট কার্ড, পরামর্শমূলক সহায়তা, ক্রেডিট কার্ড, প্রত্যয়নপত্র

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে প্রাপ্ত সহায়তা

যদিও বাণিজ্যিক ব্যাংক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় তথাপি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের তথা শিল্প-বাণিজ্য সম্প্রসারণে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করে। বাংলাদেশে ব্যবসায়রত সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিল্প কারখানা স্থাপন ও বাণিজ্য সম্প্রসারণে অবদান রাখছে। নিম্নে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর থেকে প্রাপ্ত সহায়তা আলোচনা করা হলো:

১. **অর্থিক সহায়তা :** বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সরাসরি ব্যবসায়ীদের বা উদ্যোক্তাগণকে মধ্য মেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে। অধিকাংশ শিল্প কারখানা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলো বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালনা করে।

২. **কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা:** বাণিজ্যিক ব্যাংকের স্বল্প ও মধ্যম মেয়াদী ঋণ দানের ফলে দেশে শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে। ফলে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়।

৩. **ঋণ-আমানত সৃষ্টিতে সহায়তা:** ঋণ প্রদানের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ আমানত সৃষ্টি করে। ফলস্বরূপ অর্থ ও ঋণ আমানতের বিনিয়োগ ও ব্যবহার বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়।

৪. **মূলধন গঠনে সহায়তা :** বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের ব্যবসায় কার্যক্রম সম্প্রসারণে মূলধন গঠনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করে। দেশের প্রত্যক্ষ অঞ্চলে পড়ে থাকা অর্থ আমানতের মাধ্যমে সংগ্রহ করে মূলধন গঠনে পরোক্ষ ভূমিকা রাখে।

৫. **পরামর্শমূলক সহায়তা :** বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো অনেক সময় বিনিয়োগকারিগণকে বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ ক্ষেত্রে পরামর্শকের ভূমিকা পালন করে। কোথায় বিনিয়োগ করলে যথেষ্ট পরিমাণে রিটার্ন আসতে পারে বা বিনিয়োজিত অর্থের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেতে পারে সে সম্পর্কে উপদেশ দান করে মূলধনের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে।

৬. **বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা :** বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন সরাসরি সহায়তা প্রদান করে। যেমন-প্রত্যয়পত্র খোলা, লেনদেন পরিশোধ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধান করে। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি বৃদ্ধি পায়।

৭. **ব্যবসায় লেনদেন পরিশোধে সহায়তা :** বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় পাওনা পরিশোধে সহায়তা করে। এরূপ সহায়তার মধ্যে রয়েছে- অনলাইন ব্যাংকিং সেবা, ডেবিট কার্ড সেবা, ক্রেডিট কার্ড সেবা ইত্যাদি।

৮. **আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে সহায়তা :** বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ বৈদেশিক বাণিজ্যের পাশাপাশি আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও সহায়তা প্রদান করে থাকে।

৯. **অর্থ স্থানান্তরে সহায়তা :** বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ব্যবসায়ীদের অর্থস্থানান্তরের সহায়তা করে। এরূপ সহায়তার মধ্যে রয়েছে-ই-ব্যাংকিং সেবা, বিকাশ সেবা ইত্যাদি।

১০. অন্যান্য সহায়তাঃ ব্যাংকিং, ব্যবসায়ের মান উন্নায়নের মাধ্যমে ও শিল্পের বিকাশ ঘটানো, নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সেবার মান উন্নায়ন, কোম্পানির শেয়ার সিকিউরিটি বিক্রয়ের দায়িত্ব গ্রহণ ইত্যাদি অন্যান্য সহায়তার অর্ন্তভুক্ত।

সারসংক্ষেপ

- প্রত্যয়পত্র খোলা, লেনদেন পরিশোধ প্রভৃতি বাণিজ্যিক ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ সহায়তার মধ্যে অন্যতম।
- অনলাইন ব্যাংকিং সেবা, ব্যাংকিং সেবা, বিকাশ সেবা প্রভৃতি বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম জনপ্রিয় সেবা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। দেশে কয়টি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক রয়েছে?
ক) ২টি খ) ৪টি
গ) ৮টি ঘ) ১২টি

২। বাংলাদেশের প্রধান বাণিজ্যিক ব্যাংক কোনটি?
ক) জনতা খ) সোনালী
গ) অগ্রণী ঘ) রূপালী

৩। উদ্যোক্তাকে ঋণ পেতে হলে কেমন হতে হবে?
i) সুস্থ ii) শিক্ষিত
iii) দেউলিয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ব্যবসায়ে যে সকল সহায়তা দেয়?
i) চলতি মূলধন সরবরাহ ii) SME ঋণ বিতরণ
iii) বিভিন্ন ব্যবসায় প্রকল্প অনুমোদন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১০.৫ বেসরকারি সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সহায়তা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বেসরকারি সংস্থার ধারণা ব্যাখ্যা বলতে পারবেন।
- বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সহায়তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	ব্রাক, আশা, তাঁত শিল্প,দারিদ্র বিমোচন

বেসরকারি সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সহায়তা

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ কিছু কিছু বেসরকারি সংস্থা(এনজিও) দেশে দারিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। বিশেষ করে দারিদ্র বিমোচন, প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ, সেনেটারি ও আবাসন প্রভৃতিকে সামনে রেখে এনজিও-গুলো কাজ করতে থাকে। বর্তমানে অনেক এনজিও বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এ সকল এনজিও এর মধ্যে ব্রাক, আশা, প্রশিকা, উদ্দীপন, জাগরনী চক্র প্রভৃতি প্রধান। বেসরকারি সংস্থাগুলো তাদের ক্ষুদ্র ঋণ বিতরন কর্মসূচি দ্বারা যে সকল শিল্পে সহায়তা করে সেগুলো নিম্নরূপঃ

১. **তাঁত শিল্পের উন্নয়নে সহায়তাঃ** তাঁত শিল্প বাংলাদেশের প্রধান কুটির শিল্পের মধ্যে অন্যতম। তাঁত শিল্পীরা তাদের বাণিজ্যের প্রসারে বেসরকারি সংস্থা থেকে সহায়তা নিয়ে থাকেন।

২. **উৎপাদন কেন্দ্র উন্নয়নে সহায়তাঃ** উৎপাদন প্রশিক্ষণ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও সার্বিক উৎপাদন কেন্দ্র উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

৩. **মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়নে সহায়তাঃ** মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থা বর্তমানে আলাদা হেল্প ডেস্ক খুলে সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে।

৪. **হ্যাচারি ও মৎস্য শিল্প উন্নয়নে সহায়তাঃ** হ্যাচারী ও মৎস্য শিল্পর উন্নয়নে কিছু আঞ্চলিক বেসরকারি সংস্থা অঞ্চলভিত্তিক সহায়তা করে আসছে।

৫. **বাঁশ ও বেত শিল্পে সহায়তাঃ** বাঁশ ও বেত শিল্পের উন্নয়নে বাঁশ ও বেতের চাষাবাদসহ কৃষকরা বিবিধ কাজে বেসরকারি সংস্থা থেকে সহায়তা নিয়ে থাকে।

৬. **হস্ড়শিল্পে সহায়তাঃ** আশা ও প্রশিকা থেকে গ্রামীণ নারীরা হস্তশিল্পের নানা কাজে নিয়ে থাকে এবং এসব সংস্থা তাদের সহায়তা দিয়ে থাকে।

৭. **কাঠ ও আসবাবপত্র শিল্পে সহায়তাঃ** কাঠ দিয়ে আসবাবপত্র তৈরি প্রশিক্ষণসহ,কাঠ ও আসবাবপত্র শিল্পে নানা উন্নয়নে সহায়তা পাওয়া যায় বেসরকারি সংস্থা থেকে।

৮. **নার্সারী শিল্প সম্প্রসারনে সহায়তাঃ** গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে নার্সারীকরণে উদ্বুদ্ধকরণ এবং এই শিল্প সম্প্রসারণে বেসরকারি সংস্থা সহায়তা করে থাকে।

৯. **ক্ষুদ্র ব্যবসায় সংগঠনে সহায়তাঃ** ক্ষুদ্র ব্যবসায় গঠন, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে অর্থায়ন, ক্ষুদ্র ব্যবসায় উন্নয়ন ইত্যাদি কাজে বেসরকারি সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

১০. **বনায়ন শিল্প সম্প্রসারণে সহায়তাঃ** বনায়ন শিল্প সম্প্রসারণ, সামাজিক বনায়নে সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কাজে বেসরকারি সংস্থা থেকে সহায়তা পাওয়া যায়।

সারসংক্ষেপ

- ১৯৭১ সালের পর বাংলাদেশ বেসরকারি সংস্থা(এনজিও)প্রতিষ্ঠা লাভ করে।
- বাংলাদেশর সর্ববৃহৎ বেসরকারি সংস্থা হচ্ছে ব্রাক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশে সর্ববৃহৎ এনজিও প্রতিষ্ঠান কোনটি?

ক) গ্রামীণ ব্যাংক খ) ব্রাক

গ) আশা ঘ) প্রশিকা

২। NGO শব্দ সংক্ষেপের পুরো অর্থ কি?

ক) National Govt. Office খ) Non Govt. Office

গ) National Govt. ঘ) Non Govt. Organization

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

কামাল তার লেখাপড়া শেষ করেছে। এখন সে ব্যবসা শুরুর কথা ভাবছে। ব্যবসায় করতে অনেক টাকা দরকার। সোহেলের খুব বেশি টাকা নেই। এমন সময় তার গ্রামের এক বড় ভাই তাকে পরামর্শ দিলেন সোনালী ব্যাংক থেকে ব্যবসার জন্য ঋণ নিতে। বড় ভাইয়ের পরামর্শে সোহেল সোনালী ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তার ব্যবসা শুরু করল।

ক) বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার কত শতাংশ নারী?

খ) নারীরা কীভাবে শিল্পোদ্যোক্তা হিসেবে পরিগণিত হবেন?

গ) উদ্দীপকে সোহেলের ব্যবসা শুরু করতে সোনালী ব্যাংকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) সহায়ক সেবা হিসেবে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা অপরিসীম কথাটির তাৎপর্য মূল্যায়ন করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

বাবা মারা যাওয়ার পর ফাহাদ-কে সংসারের হাল ধরতে নানান কাজ করতে হয়েছে। চাকরিও করেছিল কয়েক মাস। এরপর এক বন্ধুর পরামর্শে চাকরি ছেড়ে যুব অধিদপ্তরের উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে পোল্ট্রি, হ্যাচারি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিল। এরপর কর্মসংস্থান ব্যাংক ও বিভিন্ন এনজিও প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়েছে। সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাগণ তাকে সহযোগিতা করেন। সে এখন সফল পোল্ট্রি ব্যবসায়ী।

ক) সমর্থনমূলক সেবা কী?

খ) বেসরকারী সংস্থা বলতে কী বুঝায়?

গ) যুব অধিদপ্তর থেকে ফাহাদ কোন ধরনের সহায়ক সেবা পেয়েছে ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) ফাহাদের সফল পোল্ট্রি ব্যবসায়ী হওয়ার পিছনে ব্যবসায় সহায়ক সেবা ভূমিকা রেখেছে- তুমি কি এ মত সমর্থন করুন? মতের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১ : ১। ঘ ২। গ ৩। ঘ ৪। ঘ ৫। খ ৬। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২ : ১। খ ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩ : ১। গ ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৪ : ১। খ ২। খ ৩। ক ৪। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৫ : ১। খ ২। ঘ